উসমানে গণী رضي الله عنه এর সুন্দর চরিত্র

04 June 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

উসমানে গণী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর সুন্দর চরিত্র

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

৪ জুন ২০২৬ইং এর সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদে পাকের ফযীলত ৩
বয়ান শোনার নিয়্যত ৪
বেয়াদবের চেহারা কালো হয়ে গেল ৪
সাহাবীদের সমালোচনা করার পরিণাম ৫
হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৬
হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উত্তম চরিত্রের অধিকারী ৭
কন্যাদের স্বামীর সম্মান করতে শেখান! ৮
আমীরে আহলে সুন্নাতের তাঁর শাহজাদীকে উপদেশ ৯
(২) উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সুন্দর চরিত্র ১০
(১) উসমানে গণী সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী ১১
আমি দ্বীনে ইসলাম কখনোই ছাড়ব না ১২
(২) উসমানে গণী অত্যন্ত লাজুক ১৩
ফেরেশতারা তাকে দেখে লজ্জা পান ১৩
ইসলামের চরিত্র হলো লজ্জা ১৪
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যাকুল থাকা ১৫
(৩) দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ১৬
উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ক্ষমাশীল ছিলেন ১৮
সেরা ব্যবসায়ী ১৯
কিয়ামতের দিন ক্ষমা পাওয়ার উপায় ২০
কুরআন পাকের ভালবাসা ২১
নেক আমল নাম্বার ৫৮-এর উৎসাহ ২২

মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব ২৩
ঘোষণা ২৪
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া ২৫
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: ২৫
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: ২৫
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: ২৬
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: ২৬
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: ২৬
(৬) দরূদে শাফায়াত: ২৭
(১) এক হাজার দিনের নেকী ২৭
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: ২৭
মিসওয়াকের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব ২৮
মদীনা মুনাওয়ারায় শাহাদাতের দোয়া ২৮
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি ২৯
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: ৩০
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী ৩২
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল ৩২
মাসিক ৪টি নেক আমল ৩৩
বার্ষিক ৩টি নেক আমল ৩৩
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর দোয়া ৩৩

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖن ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদে পাকের ফযীলত

আল্লাহ পাকের রহমত হয়ে দুনিয়াতে তাশরীফ আনয়নকারী আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ سَرَّہٗ اَنۡ یَلۡقَی اللّٰہَ غَداً رَاضِیاً، فَلۡیُکۡثِرِ الصَّلَاۃَ عَلَیَّ

অর্থাৎ যাকে এই বিষয়টি আনন্দিত করে যে, সে যখন আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, সে যেন আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(কানযুল উম্মাল, ১/২৫৫, হাদীস: ২২২৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বেয়াদবের চেহারা কালো হয়ে গেল

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একজন তাবেয়ী বুযুর্গ ছিলেন, অর্থাৎ তিনি সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দের সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি অত্যন্ত নেককার, ইবাদতগুজার এবং ওলীয়ে কামিল

ছিলেন। হযরত আলী বিন যায়েদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: (একদিন আমি হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম) তিনি একজন ব্যক্তির দিকে ইশারা করে বললেন: হে আলী বিন যায়েদ! এই লোকটির চেহারা তো দেখ...!! আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, লোকটির চেহারা একদম কুচকুচে কালো হয়ে গেছে। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন: এই লোকটি মুসলমানদের তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফা হযরত উসমান ও আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا দের অবমাননা করত। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু সে বিরত হয়নি। তারপর আমি দোয়া করলাম: হে আল্লাহ পাক! এই হতভাগার বেয়াদবী তোমাকে অসন্তুষ্ট করে, তাই তুমি আমাকে এর মধ্যে কোনো নিদর্শন দেখাও। তখনই তার চেহারা কুচকুচে কালো হয়ে গেল। **(আল ইসতিয়াব, পৃষ্ঠা: ১৭৯৭। উসমান বিন আফফান আল উমুবী, ৩/১৬৪)**

اَللّٰہ! اَللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী! তাঁর অবমাননা আল্লাহ পাক একেবারেই পছন্দ করেন না। এটি জরুরী নয় যে, হযরত উসমানের অবমাননাকারীর দুনিয়াবী শাস্তি সবার সামনে প্রকাশ পাবেই, তবে এটি নিশ্চিত যে, যেই ব্যক্তি হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বা সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان অবমাননাকারী এবং তাওবা ছাড়া এই অবস্থায় মারা যায়, সে আখিরাতে কঠোর আযাবের হকদার হয়।

সাহাবীদের সমালোচনা করার পরিণাম

হযরত হাসান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত; রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় গেল যে, সে

পূর্বসূরীদের (যেমন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এবং তাবেয়ীনে কিরামদের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن) মন্দ বলত, তবে আল্লাহ পাক তার উপর এমন একটি প্রাণী চাপিয়ে দিবেন, যা তার মাংস আঁচড়ে আঁচড়ে খাবে এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত এর কষ্ট অনুভব করবে।

(মাওসুয়াতি ইবনে আবি দুনিয়া, কিতাবুল কুবুর, ৬/৮৪, হাদীস: ১৩০)

اَلۡاَمَانُ وَ الۡحَفِیۡظ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! مَعَاذَ اللّٰہ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মন্দ বলা কত বড় কঠিন গুনাহ যে, আল্লাহ পাক এই গুনাহের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত আযাবে লিপ্ত করে দিবেন। মনে রাখবেন! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মন্দ বলা খুবই বড় গুনাহ, নিজের কবরকে জাহান্নামের গর্ত বানানো এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। তাঁরা সেই মহান মনিষী যাঁদের সম্পর্কে আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছন: اَصۡحَابِیۡ كَالنُّجُوۡمِ فَبِاَیِّهِمُ اقۡتَدَیۡتُمۡ اِهۡتَدَیۡتُم অর্থাৎ আমার সাহাবীগণ তারকার মতো, তোমরা তাঁদের মধ্যে যারই অনুসরণ করবে, হেদায়েত পাবে।

(কাশফুল খফা, ১/১১৮, হাদীস: ৩৮১)

আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان প্রতি বা-আদব বানিয়ে দিক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবীয়ে রাসূল ✯ প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফু

হযরত উম্মে হাকীম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নাতি। অথবা এভাবে বলা যায় যে, এক দিক থেকে সম্পর্কে তিনি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভাগিনা হন ✯ তিনি সাবেকীনে আউয়ালীনের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণে তাঁর অবস্থান চতুর্থ বা পঞ্চম ✯ তিনি আশারায়ে মুবাশশারা (অর্থাৎ মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যবান মুবারক থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া ১০ জন সাহাবী) এর অন্তর্ভুক্ত ✯ রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে এতো ভালবাসতেন যে, তিনি একের পর এক তাঁর দুইজন শাহজাদীকে হযরত উসমানের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/৫৪৪)**

✯ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদাতের পর মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি ১২ বছর খলিফা ছিলেন। ৪০ দিনের কঠোর অবরোধের পর ১৮ই যিলহজ্ব ৩৫ হিজরীতে অত্যন্ত নিপীড়িত অবস্থায় তিনি শহীদ হন। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/৫৪৪-৫৪৫)**

হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উত্তম চরিত্রের অধিকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবীয়ে রাসূল হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর উচ্চ শানগুলোর মধ্যে একটি শান এও যে, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের চরিত্রের মতো উচ্চ চরিত্রের অধিকারী ইরশাদ করেছেন। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; শাহজাদীয়ে মুস্তফা হযরত রুকাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, যিনি হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সহধর্মিণী ছিলেন, একদিন রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁদের ঘরে তাশরীফ নিয়ে

গেলেন। প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর শাহজাদীকে ইরশাদ করলেন: বেটি! তুমি আবু আব্দুল্লাহকে (অর্থাৎ উসমানে গণীকে) কেমন পেলে? তিনি আরয করলেন: তিনি অত্যন্ত চমৎকার মানুষ। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَكۡرِمِيۡهِ فَاِنَّهٗ مِنۡ اَشۡبَهِ اَصۡحَابِیۡ بِیۡ خُلُقًا অর্থাৎ বেটি! উসমানকে সম্মান করো! নিশ্চয়ই তিনি চরিত্রে আমার সাথে অনেক বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ সাহাবী। **(মু'জামু কবীর, ১/৪২, হাদীস: ৯৭)**

কন্যাদের স্বামীর সম্মান করতে শেখান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীস পাক থেকে আমরা ২টি বিষয় শিখতে পারি: (১) প্রথম বিষয়টি দেখুন! রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর শাহজাদীকে স্বামীর সম্মান করা শিখিয়েছেন। ইরশাদ করলেন: اَكۡرِمِيۡهِ বেটি! তোমার স্বামীর (উসমানে গণীর) সম্মান করো!

এ থেকে জানা গেল যে, যাদের কন্যা রয়েছে এবং কন্যারা আল্লাহ পাকের দয়ায় নিজ নিজ সংসারের হয়ে গেছে, তাদের উচিত যে, নিজের কন্যাদের স্বামীর সম্মান করতে শেখানো, তাদের উপদেশ দিন, নিজের স্বামীর গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বলুন। ইসলামে স্বামীর অনেক হক রাখা হয়েছে! রাসূলে হাশেমী, মাক্কী-মাদানী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ✯ নারীর উপর সকল মানুষের চেয়ে বেশি হক তার স্বামীর, আর পুরুষের উপর তার মায়ের। **(মুসতাদরাক, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৫/২৪৪, হাদীস: ৭৪১৮)** ✯ আমি যদি কাউকে নির্দেশ দিতাম যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করতে, তবে নির্দেশ দিতাম নারী যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। শপথ ওই সত্তার যার কবযায় মুহাম্মাদ (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর প্রাণ! নারী তার পালনকর্তার হক আদায় করতে পারবে না যতক্ষণ না সে স্বামীর সমস্ত হক আদায়

করে। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস: ১৮৫৩)** ✯ নারী ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সে স্বামীর হক আদায় করে।

(মুসতাদরাক, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস: ৭৪০৫)

অনুমান করুন! এগুলো স্বামীর হক, যা আমাদের আক্বা ও মওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বর্ণনা করেছেন। এই হকগুলো নিজেদের বিবাহিতা মেয়েদের এবং যাদের বিবাহ সন্নিকটে, তাদের শেখান। আফসোস! ✯ বর্তমানে সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে যাচ্ছে ✯ পশ্চিমা সংস্কৃতিকে আমাদের সমাজ দ্রুত আপন করে নেয়া হচ্ছে ✯ রীতিমতো সুপরিকল্পিতভাবে মহিলাদের তাদের স্বামীর অবাধ্য বানানো হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, আমাদের এই বিষয়টি উপলব্ধি করা উচিত, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়! ✯ বর্তমানে মেয়ে যদি নিজের বাপের বাড়িতে এসে তার শ্বশুরবাড়ির লোক এবং স্বামীর নিন্দা করে, তাদের গীবত করে, তবে তাকে বাধা দেওয়া হয় না বরং উল্টো তাকে আরও উসকে দেওয়া হয়। এটি অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। এসব কারণে ✯ বংশের পর বংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ✯ সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে, আমাদের বুঝতে হবে, বিশেষ করে মেয়ের পিতা-মাতা যারা, তাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই মুবারক পদ্ধতি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

আমীরে আহলে সুন্নাতের তাঁর শাহজাদীকে উপদেশ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ হলেন প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদর্শ অনুসরণকারী, তিনি তাঁর শাহজাদীকে যে

উপদেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে কয়েকটি উপদেশ ছিল এমন; (১) স্বামীর পক্ষ থেকে আসা প্রতিটি নির্দেশ যা শরীয়ত বিরোধী নয়, তা পালন করা জরুরী। (২) নিজের স্বামী এবং শাশুড়িকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাবেন এবং দাঁড়িয়ে বিদায়ও দেবেন। (৩) নিজের জন্য কোনো প্রকার আবদার স্বামীর কাছে করে তাঁর উপর বোঝা হবেন না; হ্যাঁ, যদি তিনি নির্ধারিত হক আদায় না করেন তবে চাইতে পারেন।

(সাহাবীয়াত এবং নসীহতোঁ কি মাদানী ফুল, পৃষ্ঠা: ১১৬-১১৭)

মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা: "সুন্নাতী বিবাহ" এই পুস্তিকাতে এই ধরনের আরও অনেক উপদেশ বিদ্যমান। পরামর্শ হলো যে, এই পুস্তিকাটি নিজেও অবশ্যই পড়ুন এবং যদি বিবাহিত সন্তান থাকে তবে তাঁদেরও অবশ্যই পড়ান! اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আমাদের ঘর শান্তি ও স্বস্তির নীড়ে পরিণত হবে। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরবে আমল করার তৌফিক দান করুক।

(২) উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সুন্দর চরিত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হাদীসে পাক শুনলাম, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান বর্ণনা করে ইরশাদ করেন: اِنَّہٗ مِنۡ اَشۡبَہِ اَصۡحَابِیۡ بِیۡ خُلُقًا নিশ্চয়ই উসমান চরিত্রে আমার সাথে অনেক বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ সাহাবী। **(মু'জামু কবীর, ১/৪২, হাদীস: ৯৭)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! কতই না চমৎকার ফযীলত...!! মহান চরিত্রের অধিকারী রাসূল, রাসূলে মকবুল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চরিত্র কেমন? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيۡمٍ ﴿۴﴾
(পারা ২৯, সূরা কলম, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিশ্চয়ই আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! এই মহান চরিত্র যা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন, হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই পবিত্র চরিত্র থেকে অনেক বড় অংশ লাভকারী সাহাবী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চমৎকার গুণাবলী এবং পবিত্র চরিত্র কেমন ছিল? আসুন! কয়েকটি শুনি:

(১) উসমানে গণী সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী

হযরত সাবিত বিন আব্দুল্লাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একবার মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করল: হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি মদীনা পাকে ফিরে যাচ্ছি, সেখানকার মানুষ আমাকে হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল, তাদের কী উত্তর দেব? তিনি বললেন: তাদের বলবে যে, এই আয়াতে করীমা হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপর পুরোপুরি প্রযোজ্য (আয়াতটি হলো পারা: ৭, সূরা: মায়েদা এর এই আয়াত): **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৩/১৭৪)**

اٰمَنُوۡا وَّ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوۡا وَّ اٰمَنُوۡا ثُمَّ اتَّقَوۡا وَّ اَحۡسَنُوۡا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۹۳﴾
(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঈমান রাখে ও সৎ কার্যাদি করে; পুনরায় (আল্লাহকে) ভয় করে ও ঈমান রাখে, পুনরায় ভয় করে ও সৎভাবে থাকে এবং আল্লাহ সৎ ব্যক্তিবর্গকে ভালবাসেন।

অর্থাৎ হে প্রশ্নকারী: তুমি যখন মদীনায় পৌঁছাবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের বলবে যে, উসমান সেই মহান ব্যক্তিত্ব ✯ যিনি ঈমান এনেছেন ✯ নেক আমল করেছেন ✯ সারা জীবন ঈমানের উপর অবিচল ছিলেন ✯ সারা জীবন তাকওয়া অবলম্বন করেছেন ✯ আল্লাহ পাককে ভয় করেছেন ✯ তিনি এমন নেককার যাকে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন।

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! জানা গেল; হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঈমান এবং তাকওয়ার উপর সর্বদা অবিচল থাকা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।

আমি দ্বীনে ইসলাম কখনোই ছাড়ব না

কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে: যখন হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঈমান গ্রহণ করলেন তখন তাঁর চাচা হাকাম বিন আবি আস তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল এবং বলল: যতক্ষণ তুমি ইসলাম থেকে ফিরে না আসবে, আমি তোমাকে কখনোই মুক্ত করব না। اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہ (সে অনেক দিন তাঁকে এভাবেই কষ্ট দিল কিন্তু) হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র মুখ থেকে শুধু একটি কথাই বের হতো: আল্লাহর শপথ! এই পবিত্র দ্বীন কখনোই ছাড়ব না।

অবশেষে তাই হলো, সত্য জিতে গেল, বাতিল হেরে গেল। হাকাম বিন আবি আস যখন হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঈমানের প্রতি অবিচলতা দেখল তখন তাকে হার মানতে হলো। অবশেষে সে তাঁকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিল। **(তাবাকাত ইবনে সাদ, ৩/৪০)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখুন! দ্বীনের উপর কেমন অবিচলতা! অত্যন্ত শক্তিশালী ঈমান হওয়া আমাদের আক্বা ও মওলা,

মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চমৎকার গুণ। দুনিয়ায় এমন কেউ নেই, ছিল না এবং কখনো হবেও না যার ঈমান রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মতো হবে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই পবিত্র গুণের ফয়যান লাভ করেছিলেন।

হায়! আমাদেরও দ্বীনের উপর, ইসলামের উপর, ঈমানের উপর অবিচলতা যেন দান হয়ে যায়! হায়! নিজেদের ঈমান হেফাযতের চিন্তা যেন প্রকৃত অর্থে নসীব হয়ে যায়!

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) উসমানে গণী অত্যন্ত লাজুক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চমৎকার চরিত্রের মধ্যে একটি চমৎকার গুণ হলো; লজ্জা। তিনি উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাজুক ব্যক্তি। জ্বি হ্যাঁ! হাদীসে পাকে রয়েছে: লজ্জা ঈমানের অঙ্গ এবং উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাজুক। **(জামে সগীর, পৃষ্ঠা: ২৩৫, হাদীস: ৩৮৬৯)**

ফেরেশতারা তাকে দেখে লজ্জা পান

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা তায়্যিবা তাহিরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: একবার নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁর পায়ের হাঁটু মুবারক থেকে কাপড় সরে গিয়েছিল। এই অবস্থায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপস্থিত হলেন, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই অবস্থায় উপবিষ্ট থাকলেন। তারপর হযরত ওমর

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আসলেন, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তখনও একই অবস্থায় থাকলেন। তারপর যখন হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আসলেন তখন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হাঁটু মুবারক ঢেকে নিলেন। সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: তাঁর যাওয়ার পর আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আসলেন, আপনি এভাবেই উপবিষ্ট থাকলেন। ওমর আসলেন, আপনি তখনও এভাবেই থাকলেন। যখন উসমান আসলেন তখন আপনি হাঁটু মুবারক ঢেকে নিলেন, এর রহস্য কী? প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَلَا اَسۡتَحۡیِیۡ مِنۡ رَجُلٍ تَسۡتَحۡیِ مِنۡہُ الۡمَلَائِکَۃُ আমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখে লজ্জা বোধ করব না যাকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা পায়!

(মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, পৃষ্ঠা: ৯৩৭, হাদীস: ২৪০১)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইনিই হলেন হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ...!! তিনি এমন লাজুক যে, ফেরেশতারাও তাঁকে দেখে লজ্জা পায়।

ইসলামের চরিত্র হলো লজ্জা

ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীস: নিশ্চয়ই প্রতিটি দ্বীনের একটি চরিত্র থাকে এবং ইসলামের চরিত্র হলো লজ্জা। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা: ৬৭৯, হাদীস: ৪১৮১)** অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের কোনো না কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস থাকে, যা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং ইসলামের সেই বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জা।

হে আশিকানে রাসূল! লজ্জার মানসিকতা তৈরির জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর চমৎকার পুস্তিকা "লাজ্জাশীল যুবক" মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে পড়ুন! এবং অপরকেও পড়ার উৎসাহ প্রদান করুন। اِنۡ شَآءَ الله লজ্জার প্রসার ঘটবে। আল্লাহ পাক হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সদকায় আমাদেরও লজ্জার দৌলত নসীব করো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যাকুল থাকা

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। দেখলেন যে, হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মুখ মাটির দিকে করে শুয়ে আছেন। প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: উসমান! কী হয়েছে, নিজের মাথা তুলছো না কেন? আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان! আমার আল্লাহ পাকের প্রতি লজ্জা লাগছে। রাসূলে পাক عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ইরশাদ করলেন: কেন লজ্জা লাগছে? আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان! আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমার আল্লাহ পাক আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাননি তো...!! **(রিয়াদুন নাদরা, ৩/২০)**

اَللّٰہُ اَکۡبَرُ! হে আশিকানে রাসূল! হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোনো গুনাহের কাজ করেননি, আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কোনো কাজও হয়নি, কিন্তু যিনি সত্যিকারের আশিক হন, তাঁর মনে সর্বদা এই চিন্তাই

লেগে থাকে, যেন আমার প্রিয়তম আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন। হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মনেও একই চিন্তা ছিল। তিনি মাটির দিকে মুখ করে শুয়ে ছিলেন, মাথা উপরে তুলছিলেন না, যেন নিজের মতো করে অনুতাপ প্রকাশ করছিলেন যে, হায়! আমার প্রতিপালক যেন আমার উপর অসন্তুষ্ট না হয়ে যান। যখন রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর প্রিয় সাহাবী হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কথা শুনলেন তখন ইরশাদ করলেন: উসমান! ইনি জিবরাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام, আমাকে জানাচ্ছেন যে, তুমি আসমানবাসীদের নূর এবং পৃথিবীবাসী ও জান্নাতবাসীদের প্রদীপ।

(রিয়াদুন নাদরা, ৩/২০)

হায়! ✯ আমাদের শুধু দুনিয়াবী চিন্তা লেগেই থাকে ✯ ব্যবসার চিন্তা ✯ চাকরির চিন্তা ✯ খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা ✯ পোশাকের চিন্তা ✯ সদা-সর্বদা এগুলোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকি। যদি চিন্তা না থাকে তবে জান্নাতে যাওয়ার চিন্তা থাকে না, জাহান্নাম থেকে বাঁচার চিন্তা থাকে না, ঈমান বাঁচানোর চিন্তা থাকে না, আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার চিন্তা থাকে না। হায়! হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সদকায় যেন আমাদেরও আল্লাহর ভালবাসা নসীব হয়ে যায়! আমরাও যেন আল্লাহ পাককে রাজি করতে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে চিন্তিত থাকতে পারি।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩) দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চরিত্রগুলোর মধ্যে একটি হলো যে, তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুই জাহানের মালিক, আল্লাহ পাক তাঁকে সব কিছুর

মালিক বানিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ছিলেন।

হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চরিত্রেও এই চমৎকার গুণটি দেখা যায় ✯ তিনি ধনী ছিলেন ✯ সম্পদশালী ছিলেন ✯ আল্লাহ পাক তাঁকে অনেক সম্পদ দান করেছিলেন, তা সত্ত্বেও ✯ তিনি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ছিলেন ✯ দুনিয়ার ভালবাসা হৃদয়ে আসতে দিতেন না ✯ সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও আরাম-আয়েশের জীবন কাটাতেন না। সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন, দামী দামী জিনিস নিজের জন্য কম ব্যবহার করতেন। কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে: যখন তিনি খলিফা ছিলেন তখন লোকজনকে অত্যন্ত উন্নতমানের খাবার খাওয়াতেন, অতঃপর বাড়ি ফিরে সিরকা ও যয়তুনের সাথে সাদা রুটি খেয়ে নিতেন।

(আয যুহ্দ লি ইমাম আহমদ, পৃষ্ঠা: ১৬৮, হাদীস: ৬৮৪)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! কতই না অদ্ভুত বিষয়...!! ✯ একজন মানুষ সম্পদশালী ✯ বড় ব্যবসা ✯ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা আয়, অথচ সেই মানুষটি সাধারণ জীবনযাপন করেন। সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার ভালবাসা হৃদয়ে আসতে দেন না; এটি একটি অনন্য গুণ, অত্যন্ত চমৎকার বিষয়। আমাদের এখানে উল্টো অবস্থা; মানুষ নিজের জন্য সেরা সেরা জিনিস কিনে, উন্নত খাবার খায় কিন্তু যখন গরীবদের দেওয়ার কথা আসে তখন সস্তা জিনিস, নষ্ট জিনিস, নিম্ন কোয়ালিটির জিনিস দেয় বরং ব্যবহৃত জিনিস গরীবদের দিচ্ছে।

আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দান করো। হায়! যেন মন থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বের হয়ে যায়! আল্লাহ ও রাসূলকে রাজি করার, জান্নাত

পাওয়ার এবং কবর আলোকিত করার আগ্রহ যেন আমাদের নসীব হয়ে যায়! اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ক্ষমাশীল ছিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চমৎকার চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হলো; তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন, শত্রুদেরও দোয়া দিয়ে ধন্য করতেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কেও এই চমৎকার গুণের অংশ দান করা হয়েছিল। হযরত ইমরান বিন আব্দুল্লাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একবার হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সকালবেলা মসজিদে আসলেন। যে দরজা দিয়ে প্রতিদিন প্রবেশ করতেন, সেদিনও সেই দরজা দিয়েই প্রবেশ করলেন। দরজা খোলার সময় তিনি অনুভব করলেন যে, এর পেছনে কেউ আছে। কাউকে বললেন: দেখো তো! এখানে কী আছে? ২-৪ জন লোক উঠে দেখল যে, সেখানে একজন লোক লুকিয়ে আছে, হাতে খোলা তলোয়ার। তাকে হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে পেশ করা হলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কী চাও...? সে বলল: আমি আপনাকে হত্যা করতে চাই। তিনি বললেন: তা কেন? সে বলল: আপনি ইয়েমেনে যাকে গভর্নর বানিয়েছেন সে আমার উপর অত্যাচার করেছে (যেহেতু সে আপনারই নিযুক্ত করা, তাই আমার আপনার উপর রাগ ছিল)। তিনি মমতার সাথে বললেন: তাহলে তো তোমার উচিত ছিল গভর্নরের অভিযোগ আমাকে দেওয়া, যদি আমি ন্যায় বিচার না করতাম তবে আমার উপর রাগ করতে (কিন্তু তুমি আগেই হত্যার পরিকল্পনা করে

নিলে?)। তারপর তিনি চারপাশের লোকজনকে বললেন: তোমরা কী বলো? এই লোকটির সাথে কী করা উচিত? সবাই আরয করল: হে আমীরুল মু'মিনীন! এ আপনার শত্রু, আল্লাহ পাক আপনাকে এর উপর নিয়ন্ত্রণ দিয়েছেন (অর্থাৎ একে কঠোর শাস্তি দিন!)। কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যাই! হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শত্রুদেরও ক্ষমা করে দেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বললেন: সে গুনাহের ইচ্ছা করেছিল কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে তা থেকে বাঁচিয়েছেন। এই কথা বলে তিনি লোকটিকে ক্ষমা করে দিলেন। **(তারীখে মদীনা মুনাওয়ারা, ৩/১০২৭-১০২৮)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! কত মহৎ শান...!! হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের প্রাণঘাতী শত্রুকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন। আফসোস! আমাদের এখানে মানুষ ছোটখাটো ভুলও ক্ষমা করে না, কথায় কথায় মেজাজ দেখায়, রাগ দেখায়, মনে শত্রুতা পুষে রাখে বরং ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেওয়ার প্রচলন রয়েছে; অর্থাৎ সামনের জন যা কষ্ট দেয়, তার চেয়ে বেশি কষ্ট ফেরত দেয়। হায়! আমাদের যেন বুঝ নসীব হয়ে যায়! ক্ষমা করা আল্লাহ পাকের সুন্নাত, আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাত, ইমামুল আম্বিয়া, হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত এবং আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের রীতি। যে ক্ষমা করে, সে ক্ষমা পায়।

সেরা ব্যবসায়ী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চমৎকার চরিত্রগুলোর মধ্যে একটি হলো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ লেনদেনে সহজতা প্রদর্শন করতেন। মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত রয়েছে: একবার হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একজন ব্যক্তি থেকে জমি কিনলেন। সে চুক্তি তো

করল কিন্তু টাকা গ্রহণ করল না। অনেক দিন পার হয়ে গেল। ফলে হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার নিকট গিয়ে বললেন: জমির দাম নিচ্ছ না কেন? সে আরয করল: হুযুর! আমি তো ধোঁকা খেয়েছি, মানুষ আমাকে তিরস্কার করছে (যেমন বলছে যে, তুমি অনেক সস্তায় জমি বিক্রি করে দিয়েছ)। হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আচ্ছা! এজন্য চুক্তি পূর্ণ করছ না? সে বলল: জ্বি হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার জমি এবং মালের ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে; চাইলে চুক্তি বাতিল করো, চাইলে টাকা নিয়ে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: اَدۡخَلَ اللّٰہُ الۡجَنَّۃَ رَجُلًا کَانَ سَھۡلًا مُشۡتَرِیًا وَ بَائِعًا অর্থাৎ আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে সহজ ক্রেতা এবং সহজ বিক্রেতা হয়।

(নাসায়ী, কিতাবুল বুয়ু, পৃষ্ঠা: ৭৫৪, হাদীস: ৪৭০৫)

কিয়ামতের দিন ক্ষমা পাওয়ার উপায়

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! জানা গেল; যে ব্যক্তি কেনা-বেচায় একগুঁয়ে নয়, সহজ লেনদেনকারী, সে জান্নাতের হকদার। আর اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কেনা-বেচায় সহজতা প্রদর্শন করতেন। আমাদেরও এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা উচিত। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ক্রয় করি বা বিক্রি। আমাদের উচিত সহজ লেনদেন করা। কিছু মানুষ খুব একগুঁয়ে স্বভাবের হয়; কেনাকাটা করতে গেলে আটকে যায়, দাম কমাতে গিয়ে অতিরিক্ত তর্কে লিপ্ত হয়। একটা সীমা পর্যন্ত করা ঠিক আছে বরং দাম কমানোকে সুন্নাতও বলা হয়েছে কিন্তু এর উপর জেদ ধরে বসা সৌজন্যের পরিপন্থী। একইভাবে কিছু দোকানদার খুব একগুঁয়ে হন, লিখে ঝুলিয়ে রাখেন: বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়া হয় না। এতেও কিছু নমনীয়তা রাখা উচিত।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সাথে 'ইকালা' করল (যেমন; বিক্রি করা মাল ফেরত নিল), কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার ভুল ক্ষমা করবেন। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, পৃষ্ঠা: ৩৫২, হাদীস: ২১৯৯)**

কেনা-বেচা ইত্যাদির সময় দুই ব্যক্তির মধ্যে যে চুক্তি হয়, তা বাতিল করে দেওয়াকে ইকালা বলে। শরীয়ত এর যথাযথ নীতিমালা ও নিয়ম রেখেছে। যে ব্যক্তিই কিছু ক্রয় বা বিক্রয় করে, তার উচিত এর বিধানগুলো শিখে নেওয়া। এর জন্য 'বাহারে শরীয়ত'-এর **১১**তম খণ্ড পড়ুন! এবং মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান 'আহকামে তিজারাত' দেখুন! اِنۡ شَآءَ اللّٰہ অনেক দ্বীনি জ্ঞান অর্জিত হবে। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কুরআন পাকের ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পারা ২৩, সূরা যুমার, ৯নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَمَّنۡ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّیۡلِ سَاجِدًا وَّ قَآىِٕمًا یَّحۡذَرُ الۡاٰخِرَةَ وَ یَرۡجُوۡا رَحۡمَةَ رَبِّهٖ ؕ

(পারা ২৩, সূরা যুমার, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঐ ব্যক্তি, যে আনুগত্যের মধ্যে রাতের মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করে- সাজদায় ও দন্ডায়মান অবস্থায়, আখিরাতকে ভয় করে এবং আপন প্রতিপালকের দয়ার আশা রাখে।

একটি বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতে করীমা মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, পারা ২৩, সূরা যুমার, ৯নং আয়াতের পাদটীকা, ৭/২১৪)** আর এই আয়াতে তাঁর ৩টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে: (১) হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাতে অনেক সিজদাকারী এবং নামায আদায়কারী (২) হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আখিরাতকে অনেক বেশি ভয়কারী (৩) হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আল্লাহ পাকের রহমতের অনেক বেশি আশাবাদী।

হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সম্মানিতা সহধর্মিণী বলেন: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সারা রাত ইবাদত করতেন এবং এক রাকাতে পুরো কুরআন তিলাওয়াত করতেন। **(আয যুহ্দ লি ইমাম আহমদ, পৃষ্ঠা: ১৬৭, হাদীস: ৬৭৩)**

আহ! আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সদকায় যেন কুরআনে করীমের ভালবাসা নসীব হয়ে যায়! হায়! আমরাও যেন দিন-রাত কুরআনে করীম তিলাওয়াতকারী হয়ে যাই!

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

নেক আমল নাম্বার ৫৮-এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক নামাযী হতে, সুন্নাতের ভালবাসা জাগাতে এবং মুস্তফার আনুগত্যের প্রেরণা পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান! যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজেও উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করুন! اِنۡ شَآءَ اللّٰہ দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ নসীব হবে। মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে প্রতিদিনের একটি দ্বীনি কাজ হলো "নেক আমল"

এর পুস্তিকা পূরণ (Fill) করা। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর প্রদত্ত "৭২টি নেক আমল" নেককার হওয়ার এমন এক চমৎকার মহৌষধ যে, এর উপর নিয়মানুবর্তিতার সাথে আমলকারী ব্যক্তি ধীরে ধীরে নেক কাজসমূহের উপর আমলকারী হয়ে যায়। এই "৭২টি নেক আমল" এর মধ্যে ৫৮ নাম্বার নেক আমল হলো: "আপনি কি সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখার বা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন?"

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, রাহবারে শরীয়ত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর মাদানী চ্যানেলে সরাসরি (Live) মাদানী মুযকারা করে থাকেন, যাতে সারাবিশ্ব থেকে আশিকানে রাসূল দ্বীনি ও দুনিয়াবী সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর দরবারে প্রশ্ন করেন এবং তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরপুর উত্তর প্রদান করেন। আপনিও প্রতি সপ্তাহে মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণের অভ্যাস করুন! اِنۡ شَآءَ الله নিজেই এর বরকত দেখতে পাবেন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর পুস্তিকা "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: ☆ মিসওয়াক করে দুই রাকাত নামায পড়া মিসওয়াক ছাড়া সত্তর (৭০) রাকাতের চেয়ে উত্তম। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২, হাদীস: ১৮)**

☆ মিসওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও, কারণ এতে মুখের পরিচ্ছন্নতা রয়েছে এবং (এটি) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মাধ্যম। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৪৩৮, হাদীস: ৫৮৬৯)** ☆ হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত যে, মিসওয়াকে দশটি গুণ রয়েছে: (কয়েকটি হলো;) মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি শক্ত করে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাত সম্মত, ফেরেশতারা খুশি হয়, আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন।

ঘোষণা

মিসওয়াকের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানতে তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ৪ জুন ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

মিসওয়াকের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: চারটি বিষয় বুদ্ধি বাড়ায়: অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকা, মিসওয়াকের ব্যবহার, সালিহীন অর্থাৎ নেক লোকদের সাহচর্য এবং নিজের ইলমের উপর আমল করা। **(ইহইয়াউল উলূম, ৩/২৭)** ✯ মিসওয়াক পীলু বা যয়তুন কিংবা নিম ইত্যাদি তেঁতো গাছের হওয়া উচিত। মিসওয়াকের পুরুত্ব কনিষ্ঠা আঙুলের সমান হওয়া উচিত। ✯ মিসওয়াক যখন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায় তখন তা ফেলে দেবেন না, কারণ এটি সুন্নাত আদায়ের উপকরণ; কোনো নিরাপদ স্থানে রেখে দিন বা দাফন করে দিন বা পাথর ইত্যাদি বেঁধে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মদীনা মুনাওয়ারায় শাহাদাতের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "মদীনা মুনাওয়ারায় শাহাদাতের দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ ارۡزُقۡنِیۡ شَهَادَةً فِیۡ سَبِیۡلِكَ وَاجۡعَلۡ مَوۡتِیۡ فِیۡ بَلَدِ رَسُوۡلِكَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَسَلَّم

(বুখারী, ১/৬২২, হাদীস: ১৮৯০)

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত ও তোমার প্রিয় রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শহরে মৃত্যু দান করো। **(ফয়যানে ফারুকে আযম, পৃষ্ঠা: ২৮২)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৲) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে

বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দেয়া থেকে কি বেঁচেছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি?

৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد